কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারকগন: **তপব্রত চক্রবর্তী, পার্থ সারথি চ্যাটারজ্জী , বিচারপতিদ্বয়।**

রমেন কুমার পাল বনাম জয়ন্ত পাল (প্রতিমা রানি পল, এখন মৃত)

এফ. এ নং ২০২৩ এর ৬৫ , সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ২৮/04/২০২৩

(A) সাক্ষ্য আইন (১৮৭২ সালের ১ নং আইন ধারা ৬৮), উত্তরাধিকার আইন (১৮৬৫ সালের ১0 নং আইন ধারা ৬৩), নিবন্ধকরণ আইন (১৯0৮ সালের ১৬ নং আইন ধারা ১৮), উইলের প্রত্যয়ন-অর্থ-ব্যাখ্যা।

প্রত্যয়ন বলতে এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা একজন উইলকারি র উপস্তিথিতে এবং যিনি উইল এ সাক্ষর করেছেন আর তাহা উইল এর উপর স্বাক্ষর করা ছাড়া আরও অনেক কিছুকে বোঝায় এর অর্থ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একটি দস্তাবেজ-এ স্বাক্ষর করা এবং উদ্দেশ্য হল উইলকারির স্বাক্ষরের সাক্ষ্য দেওয়া।অন্য কথায়, সাক্ষীদের উইল অ্যানিমো অ্যাটেস্ট্যান্ডি -এ স্বাক্ষর করতে হয় যার অর্থ ইচ্ছা এবং/অথবা ইচ্ছাকে প্রত্যয়িত করার অভিপ্রায় সহ এবং এটি কোনও দস্তাবেজ-এ স্বাক্ষর করা নয়। মূলত, প্রত্যয়ন মানে একটি দস্তাবেজ-এ স্বাক্ষর করা যা নির্দেশ করে যে প্রত্যয়নকারী দস্তাবেজ-এর সম্পাদনের একজন সাক্ষী। সুতরাং, যথাযথ প্রত্যয়নের আরেকটি প্রয়োজনীয়তা হল উইলটি প্রত্যয়িত করার উদ্দেশ্যে সাক্ষীদের উইলটিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে আইন সভা কোনও ধরনের প্রত্যয়ন নির্ধারণ করেনি। সাক্ষ্য আইনের ধারা 68-এ বলা হয়েছে যে, যদি কোনও দস্তাবেজ আইনের দ্বারা প্রত্যয়িত করার প্রয়োজন হয়, তবে এটি সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হবে না যতক্ষণ না অন্তত একজন প্রত্যয়িত সাক্ষীকে তার এক্সিকিউশন প্রমাণের উদ্দেশ্যে ডাকা হয়, যদি কোনও প্রত্যয়িত সাক্ষী জীবিত থাকে এবং আদালতের প্রক্রিয়া সাপেক্ষে এবং সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হয়।

(অনুচ্ছেদ ১৩,১৪)

(B) উত্তরাধিকার আইন (৩৯/১৯২৫), ধারা. ৬৩-সাক্ষ্য আইন (১/১৮৭২), ধারা. ৬৮-উইল-যথাযথ কার্যকরকরণ - প্রমাণ-প্রাসঙ্গিক উইল নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং দুইজন সাক্ষী এটি প্রত্যয়িত করেছিলেন-প্রত্যয়িতকারী সাক্ষীদের মধ্যে একজন এবং অন্য একজন সাক্ষী

,সাক্ষী হিসাবে উইল স্বাক্ষর করেছিলেন-প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী বলেছিলেন যে তিনি এবং উইলকারী রেজিস্ট্রারের অফিসে তাদের স্বাক্ষর করেছিলেন এবং উইলকারী তাঁর উপস্থিতিতে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছিলেন এবং উইলকারী তাঁকে স্বাক্ষর করতে দেখেছিলেন-উক্ত প্রত্যয়িতকারী সাক্ষীর পুরো সাক্ষ্য সম্পূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে-উইল সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে আবৃত ছিল না-উইল, যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

(অনুচ্ছেদ ১৫, ১৬,১৭)

(C) **উত্তরাধিকার আইন (৩৯/১৯২৫), ধারা ২৭৬, ধারা ৬৩- সাক্ষ্য আইন (১/১৮৭২), ধারা ৬৮- প্রবেট-প্রশাসনের চিঠি- প্রদান করা-জামাই রা প্রবেট প্রদান হোক চেয়েছিলেন মৃত উইলকারীর এবং টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে-জামাইয়ের পক্ষে যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়-উইলকে ঘিরে কোনও সন্দেহজনক পরিস্থিতি নেই-জামাইয়ের পক্ষে প্রোবেট দিতে অস্বীকার করা, অনুপযুক্ত।**

(অনুচ্ছেদ ১৬,১৭,১৮)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে মুক্তেশ্বর মাইতি, বিনয় মিশ্র, সুমোত্রো দাস।

---

1. **পার্থ সারথি চ্যাটার্জি, জে।- বর্তমান** আপিলটি এই আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।যার নং ৪৩ তারিখ ৫এপ্রিল, ২০১৬ পাস করেছেন অতিরিক্ত জেলা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। নং ২ , বারাসাত, উত্তর ২৪- পরগনা , ও ধারা ৩/২০১২ (নতুন ও ধারা নং ২২৩/২০১৪) যার মাধ্যমে নীচের আদালত একপক্ষীয় মামলা খারিজ করে অমূল্য কুমার পাল এর ১৮.২.২০০২ তারিখের উইল এবং টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে প্রোবেট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে।

2. রামেন কুমার পাল এবং অরবিন্দ পাল (এরপরে আবেদনকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) বারাসাতে মাননীয় জেলা প্রতিনিধির আদালতে ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, 1925 (সংক্ষেপে, 1925 সালের আইন) এর 276 ধারার অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা বিবিধ হিসাবে নিবন্ধিত

ছিল।মামলা নং ১৯৭/২০১০ (প্রবেট), একজন অমূল্য কুমার পালের (এরপরে উইলকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করে, যে উইলকারী তার বিধবা, এক পুত্র এবং তিন কন্যা, যথা প্রতিমা পল, জয়ন্ত পল, রিনা পল, বিনা সাহা এবং রিতা পলকে রেখে তার স্থায়ী স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং তার মৃত্যুর আগে, উইলকারী তার শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট কার্যকর করে, যা যথাযথভাবে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স, কোলকাতা, ১৮.২.২০০২-এর অফিসে নিবন্ধিত ছিল, সেই আবেদনে সংযুক্ত তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তি উইল করেছে।

3. জয়ন্ত পাল (সংক্ষেপে, জয়ন্ত) বিবিধ মামলা নং ১৯৭/ ২০১০ তাঁর উপস্থিতি দায়ের করেছিলেন। মামলাটিকে বিতর্কিত কারণ হিসাবে উপস্থাপিত করে প্রবেট মঞ্জুরের বিরোধি করা হয়।ফলস্বরূপ, মামলাটি উত্তর ২৪ পরগনার জেলা বিচারকের কাছে পেশ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত, এটি নিষ্পত্তির জন্য নীচের মাননীয় আদালতে স্থানান্তরিত হয় এবং ও ধারা ৩/১২ হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং পরবর্তীকালে, এটিকে ও ধারা ২২৩/১৪ হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত করা হয়।

4. জয়ন্তের লিখিত আপত্তিতে নেওয়া প্রতিরক্ষার মূল বিষয় হল উইল একটি প্রতারণামূলক উইল ছিল এবং উইলকারী কখনও এই ধরনের কোনও উইল কার্যকর করেনি এবং উইলকারী অভিযুক্ত উইল কার্যকর করার সময় প্রাসঙ্গিক সময়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ অসুস্থ ছিল এবং আবেদনকারীরা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে উইলকারীর জামাতা হওয়ায় ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং উইলকারীকে উইলটিতে স্বাক্ষর করার জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল, যদি উইলটি আদৌ উইলকারীর স্বাক্ষর বহন করে না।

5. নথিগুলির থেকে প্রকাশ পায় যে যদিও জয়ন্ত লিখিত আপত্তি দায়ের করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি এবং সেই অনুযায়ী, মামলাটি তাঁর বিরুদ্ধে একতরফাভাবে এগিয়ে যায়।

6. দস্তাবেজ থেকে আরও জানা যায় যে, উইলকারীর প্রতিমা পল, রিনা পাল এবং রিতা পাল উইলকারীর বিধবা স্ত্রী এবং দুই কন্যা যথাক্রমে হলফনামা সহ একটি আবেদন দাখিল করে প্রবেট মঞ্জুর করতে সম্মত হন।

7. সেই আবেদনে বর্ণিত তথ্যগুলি সাক্ষ্য করার জন্য, আবেদনকারীরা রমেন কুমার পাল এবং একজন বিশ্বজিৎ ঘোষের মৌখিক বিবরণ উপস্থাপন করেছিলেন, যাদের যথাক্রমে সাক্ষি নং ১ এবং সাক্ষি নং ২ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং উইলকারীর আসল উইল এবং মৃত্যুর শংসাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং প্রদর্শ নং ১ এ এবং প্রদর্শ নং ২ হিসাবে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

8. নীচের মাননীয় আদালত এই ভিত্তিতে প্রবেট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেছে যে এটি প্রমাণিত নয় যে প্রতিটি সাক্ষী উইলকারীর উপস্থিতিতে উইলটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা এই ভিত্তিতে আদেশের বিরোধিতা করেছেন যে, নীচের আদালত বিবেচনা করেনি যে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারা যথাযথভাবে মেনে চলা হয়েছে এবং সাক্ষি নং ২ সাক্ষ্য দিয়েছে যে উভয় সাক্ষীই সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে স্বাক্ষর করেছেন এবং নীচের আদালত প্রবেট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে ভুল করেছে।

9. আবেদনকারীদের পক্ষে সম্মানীয় আইনজীবী মিঃ মাইতি যুক্তি দেখান যে ১৯২৫ সালের আইনের ৬৩ (সি) ধারা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ - এর ৬৮ ধারার বিধানগুলি যথাযথভাবে মেনে চলা হয়েছে এবং উভয় সাক্ষীই সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উইলটি প্রত্যয়িত করেছেন যদিও সম্মানীয় নিম্ন আদাত

ভুলভাবে বলেন যে প্রত্যয়ন সাক্ষ্য করা হয়নি এবং তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে উইলকারী তিনজন আইনি উত্তরাধিকারী প্রোবেট মঞ্জুর করার বিষয়ে কোনও আপত্তি করেননি এবং জয়ন্ত প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য সেই আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত, তিনি মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি তবুও মাননীয় আদালত প্রোবেট মঞ্জুর করতে অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন যে এই উইলটি প্রবেট পাওয়ার জন্য উপযুক্ত।

10. ১৯২৫ সালের আইনের ৬৩ (সি) ধারায় বলা হয়েছে যে উইলটি দুই বা ততোধিক সাক্ষী দ্বারা প্রত্যয়িত হবে, যাদের প্রত্যেকে উইলটিতে উইলকারীর স্বাক্ষর দেখেছে বা উইলটিতে তার চিহ্ন লাগিয়েছে বা অন্য কাউকে উইলটিতে

স্বাক্ষর করতে দেখেছে।এবং উইলকারীর নির্দেশে, অথবা উইলকারীর কাছ থেকে তাঁর স্বাক্ষর বা চিহ্ন বা এই জাতীয় অন্য ব্যক্তির স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি পেয়েছেন; এবং প্রতিটি সাক্ষী উইলকারীর উপস্থিতিতে উইলটিতে স্বাক্ষর করবেন তবে একই সময়ে একাধিক সাক্ষী উপস্থিত থাকার প্রয়োজন হবে না এবং কোনও নির্দিষ্ট ধরনের প্রত্যয়ন প্রয়োজন হবে না।

11. সুতরাং, ১৯২৫ সালের আইনের ৬৩ (সি) ধারায় বলা হয়েছে -(১) সাক্ষীরা উইলকারীকে দেখবেন-(ক) স্বাক্ষর করতে বা (খ) ইচ্ছাপত্রে তাঁর চিহ্ন লাগাতে অথবা (গ) সাক্ষীরা উইলকারীর উপস্থিতিতে এবং নির্দেশে অন্য কাউকে ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর করতে দেখবেন অথবা (ঘ) সাক্ষীদের উইলকারীর কাছ থেকে তাঁর স্বাক্ষর বা চিহ্ন বা অন্য কোনও ব্যক্তির স্বাক্ষরের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি গ্রহণ করতে হবে এবং (2) প্রত্যেক সাক্ষী উকিলের উপস্থিতিতে উইলে স্বাক্ষর করবেন।

12. এই ক্ষেত্রে, উইলকারী নিজেই উইলটিতে স্বাক্ষর করেন।সুতরাং, একটি বৈধ প্রত্যয়ন গঠন করতে, -১) উইলকারী কে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উইলটিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং ২) উভয় সাক্ষীকে উইলকারীর উপস্থিতিতে উইলটিতে স্বাক্ষর করতে হবে।

13. স্বীকার করা হচ্ছে যে, প্রত্যয়ন বলতে এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা , যিনি উইলের স্বাক্ষরকারী ছিলেন, উইলকারীর উপস্থিতিতে, উইলের উপর স্বাক্ষর করা ছাড়া আরও অনেক কিছুকে বোঝায় যিনি উইলের স্বাক্ষরকারী ছিলেন।এর অর্থ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একটি দস্তাবেজ-এ স্বাক্ষর করা এবং উদ্দেশ্য হল উইলকারীর স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া। এবং অন্য কথায়, সাক্ষীদের উইল অ্যানিমো অ্যাটেস্টান্ডি অর্থ এই যে অ্যানিমাস এর সাথে এবং/অথবা উইলটি প্রত্যয়িত করার অভিপ্রায় এবং কোনও দস্তাবেজ-এ স্বাক্ষর না করা। মূলত, প্রত্যয়ন মানে একটি দস্তাবেজ-এ স্বাক্ষর করা যা নির্দেশ করে যে প্রত্যয়নকারী দস্তাবেজ-এর বাস্তবায়নের একজন সাক্ষী।সুতরাং, যথাযথ প্রত্যয়নের আরেকটি প্রয়োজনীয়তা হল উইলটি প্রত্যয়িত করার উদ্দেশ্যে সাক্ষীদের উইলটিতে স্বাক্ষর করতে হবে এবং এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিধানসভা কোনও ধরনের প্রত্যয়ন নির্ধারণ করেনি।

14. ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের 68 ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনও দস্তাবেজ আইনের দ্বারা প্রত্যয়িত করা প্রয়োজন হয়, তবে এটি সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হবে না যতক্ষণ না কমপক্ষে একজন প্রত্যয়িত সাক্ষীকে তার সম্পাদন সাক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে ডাকা হয়, যদি কোনও প্রত্যয়িতকারী সাক্ষী জীবিত থাকে, এবং আদালতের প্রক্রিয়া সাপেক্ষে এবং সাক্ষ্য দিতে সক্ষম এবং এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে উইল একটি দস্তাবেজ যা প্রত্যায়িত হওয়া জরুরি এবং সাক্ষ্য আইনের ৬৮ ধারার বিধান অনুসারে, উইলটি নিবন্ধিত হলেও, তার কার্যকরকরণ সাক্ষ্য করার জন্য, কমপক্ষে একজন প্রত্যায়িত সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে হবে।

15. বিবাদীয় উইল নিবন্ধিত উইল এবং দুইজন সাক্ষী উইলটি প্রত্যয়ন করেন এবং সাক্ষী নং ২ -একজন প্রত্যয়িত সাক্ষী, তার হলফনামা-ইন-চিফ (অনুচ্ছেদ-৩)-এ বলেছেন যে তিনি সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে একজন এবং তিনি উইল তারিখ ১৮.২.২০০২ এ প্রত্যয়িত সাক্ষীদের মধ্যে একজন যা পরীক্ষক দ্বারা সম্পাদিত এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্য একজন সাক্ষী শ্রী রণজিৎ কুমার বসু সাক্ষী হিসাবে উক্ত উইলটিতে স্বাক্ষর করেন এবং এর ৫ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেন যে, তিনি এবং উইল কারী রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে স্বাক্ষর করেন এবং উইল কারী তার উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করেন এবং উইল কারী তাঁকে স্বাক্ষর করতে দেখেন।

16. সাক্ষ্যের প্রশংসার নিয়ম থেকে এক লাইনের বিচ্ছিন্নতা বাদ দেওয়ার এবং এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার বিবৃতির উপর ভিত্তি করে রায় দেওয়ার প্রথাকে অস্বীকার করে।একজন সাক্ষীর সম্পূর্ণ সাক্ষ্য সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা উচিত।পিডব্লিউ-2-এর সম্পূর্ণ সাক্ষ্য থেকে এটা প্রতিফলিত হয় যে উইল কার্যকর ও নিবন্ধনের সময় রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উইলকারী এবং দুইজন সাক্ষী উপস্থিত ছিলেন এবং পিডব্লিউ-2 সাক্ষ্য দেয় যে উভয় সাক্ষী হিসাবে উইলটিতে স্বাক্ষর করেছেন যার অর্থ উইলটি প্রত্যয়িত করার উদ্দেশে এবং এই বিষয়ে পুনরাবৃত্তিমূলক রায় রয়েছে যে যদি এটি প্রমাণিত হয় যে উইলকারী বা সাক্ষীরা একই ঘরে এবং/অথবা একই জায়গায় উপস্থিত ছিলেন এবং যখন তারা স্বাক্ষর করার কাজ করছিলেন তখন তাদের প্রত্যেকের প্রতি স্পষ্ট দৃষ্টি ছিল, তবে সাক্ষী বা উইলকারীর পক্ষে তাদের প্রত্যেকের আঙ্গুলের নড়াচড়া

প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন নেই।

17. দস্তাবেজ-এ আনা সাক্ষ্য বিবেচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের যুক্তিগুলির নিবিড় তদন্তের ভিত্তিতে এবং মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা মনে করি যে আবেদনকারীরা সফলভাবে সাক্ষ্য করেছেন যে উইলটি বৈধভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং যথাযথভাবে প্রত্যয়িত হয়েছিল এবং সাক্ষ্য এবং পরিস্থিতি থেকে, এমন কোনও উপাদান সামনে আসেনি যা আমাদের বুঝিয়েছে যে উইল টি সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে আবৃত এবং আবেদনকারীরা সেই সন্দেহজনক পরিস্থিতিগুলি সরাতে ব্যর্থ হয়েছে।

18. অতএব, আমরা মনে করি যে আবেদনকারীরা উইলকারীর শেষ উইল এবং টেস্টামেন্টের ক্ষেত্রে প্রোবেট পাওয়ার অধিকারী।

19. উপসংহারে, আবেদনটি সফল হয়। আদেশটি খারিজ করা হোল। মামলাটি অনুমোদিত। আইন অনুসারে এবং প্রয়োজনীয় আদালতের ফি প্রদানের পরে, উইলের অনুলিপি সংযুক্ত করে মৃত উইলকারী অমূল্য কুমার পাল দ্বারা সম্পাদিত এবং নিবন্ধিত উইলের বিষয়ে একটি প্রোবেট মঞ্জুর করা হোক।

20. সেই অনুযায়ী আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

21. নিম্ন আদালতে র নথি সহ রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে নিম্ন আদালতে পাঠানো হোক।

22. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত নিয়ম মেনে যত দ্রুত সম্ভব পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

সেই অনুযায়ী আদেশ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.